বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮

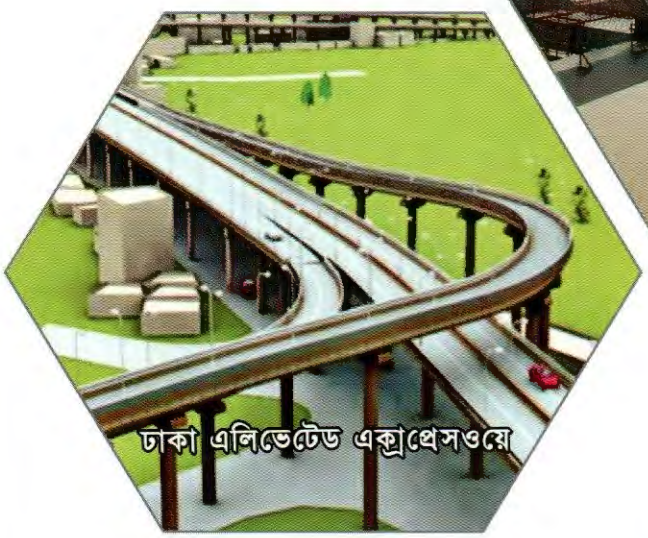

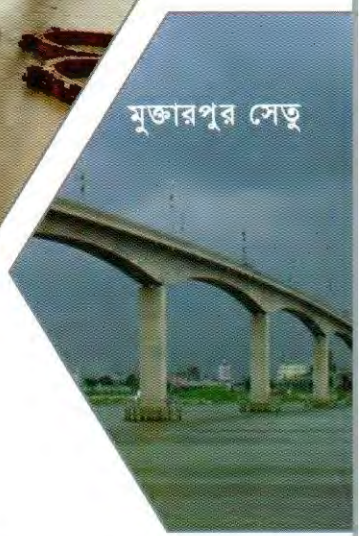

সেতু বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

ভূমিকা :

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেতু বিভাগ ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ গঠন করা হয়। এ বিভাগের দায়িত্ব হলো বৃহৎ সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা। ঢাকার বনানীস্থ সেতু ভবনে এর কার্যালয় অবস্থিত। সেতু বিভাগের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৫২। সেতু বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

২.১। রূপকল্প (Vision):

দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

২.২। অভিলক্ষ্য (Mission):

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেডে এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, রিংরোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. সমন্বিত ও নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।
২. পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা।

২.৪। বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

১. ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, ফ্লাইওভার, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন;
২. বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৩. বৃহৎ সেতু, টানেল ইত্যাদি ব্যবহারকারী যানবাহনসমূহের টোল নির্ধারণ;
৪. বৃহৎ সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার নিরাপত্তা বিধান।

২.৫। সেতু বিভাগের জনবল:

অনুমোদিত পদের সংখ্যা			পদায়নকৃত পদের সংখ্যা		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫২	২৭	২৫	২৭	১৮	০৯

২.৬। অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা:

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালের ১ আগস্ট "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬" জারি করা হয়।

২.৭। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলী:

১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট ফ্লাইওভার, কজওয়ে, রিংরোড নির্মাণ ও নির্মাণোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৮। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল:

অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
২৩৪	৮৮	১৪৬	১৭২	৬৮	১০৪	৬২	২০	৪২

২.৯। নিয়োগ ও পদোন্নতি:

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
০১		০১				

৩। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

৩.১। বঙ্গবন্ধু সেতু:

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে সংযুক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এ সেতু নির্মাণে বৈদেশিক ঋণ ২৫৪৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা।

বঙ্গবন্ধু সেতু

৩.১.২। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। সেতুটি চালু হওয়ার পর হতেই এর উপর দিয়ে পূর্বাভাসের চেয়ে অধিক সংখ্যক মটরযান পারাপার হচ্ছে। যার ফলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থনৈতিক রেট অব রিটার্ন (ইআরআর) দাঁড়িয়েছে ১৮.২%, যা স্টাফ এপ্রাইজাল রিপোর্টে ছিল ১৪.৫%। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.২। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুঃ

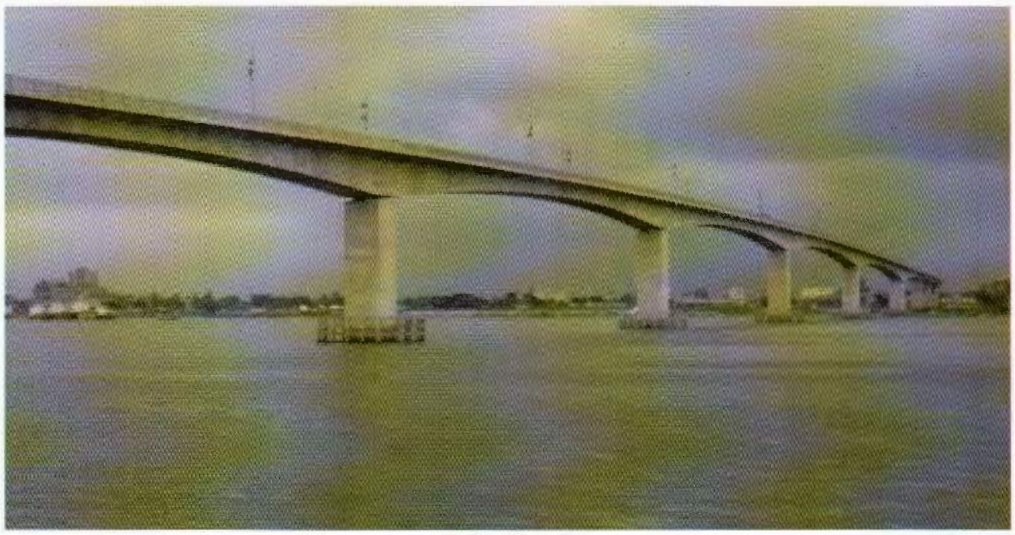

মুক্তারপুর সেতু

ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর নির্মাণ কাজ জুলাই ২০০৫ সালে শুরু হয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ ১২১.৮৭ কোটি টাকা। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

৪। সেতু বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেটঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অনুন্নয়ন	২৬৪২.০০	১৮৭.০০	২০০.০০
উন্নয়ন	৬৮৬৪০৫.০০	৯১১২১৫.০০	১০০২৩৪০.০০
মোট	৬৮৯০৪৭.০০	৯১১৪০২.০০	১০০২৫৪০.০০

৫। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/(-ঘাটতি)
২০১৭-১৮	৬৮৯৬৮.০০	৬০০১৫.০০	৮৯৫৩.০০

৬। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			জুন ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)
১।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত	৪৭০৩১৭.০০	৪৭০৩১৭.০০	-	২৭৯৪৮৫.০৮	২৭৯৪৮৫.০৮	-
২।	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট	২৩৯৮৯.০০	২৩৯৮৯.০০	-	২০০৯২.২৬	২০০৯২.২৬	-
৩।	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ	১৮৯৬৪৪.০০	১৪১৪৪.০০	১৭৫৫০০.০০	১৩৬৯৪০.৩৬	৮৫১২.৯১	১২৮৪৮৭.৪৫
৪।	ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৩৪০.০০	৩৪০.০০	-	৪৭.৩৫	৪৭.৩৫	-
৫।	ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	২১১৫.০০	২১১৫.০০	-	-	-	-
	মোট	৬৮৬৪০৫.০০	৫১০৯০৫.০০	১৭৫৫০০.০০	৪৩৬৫.০৫ (৬৩.৬০%)	৩০৮১৩৭.৬০ (৬০.৩১%)	১২৮৪৮৭.৪৫ (৭৩.১৮%)

৬.২। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.	সংস্থার নাম	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ	জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ)
১	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৫	৪১৫০.০০	১৮৪৩.৮২ (৪৪.৪৩%)
	সর্বমোট	১০	৬৯০৫৫৫.০০	৪৩৮৪০৮.৮৭ (৬৩.৪৯%)

৬.৩। সেতু বিভাগের অনুন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয় (মোট বরাদ্দের %)
২০১৭-১৮	২৬৪২.০০	২২২০.৪৩ (৮৪.০৪%)

৭। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

৭.১.১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পঃ

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামোমূলক প্রকল্প পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে সম্পাদিত প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া অবস্থানে পদ্মা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ২০০৩-২০০৫ সময়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা হয়। গত ১১/০১/২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়ায় ২০,৫০৭.২০ কোটি টাকা। সর্বশেষ গত ০৫/০১/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় ২৮৭৯৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ২১/০৬/২০১৮ তারিখের একনেক সভায় অতিরিক্ত ১১৬২.৬৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অতিরিক্ত ১৪০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩০১৯৩৩৮.৭৬ লক্ষ টাকা।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের উপাঙ্গসমূহ

৭.১.২। জুন ২০১৮ পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫৬.৫০ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মুল সেতু নির্মাণ	ডিসেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৬৯০৭.৮১ কোটি টাকা। • মূল সেতুর ২৬২টি পাইলের মধ্যে ১৫০ টি পাইলের সম্পূর্ণ অংশের ড্রাইভ সম্পন্ন। • ১০টি স্প্যান ফেব্রিকেশন সম্পন্ন এবং ০৬টি চলমান। • ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬৫%
২.	নদীশাসন কাজ	ডিসেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৩৪০৫.৭১ কোটি টাকা। • মোট ১,৩৩,০১,২৪৮ টি কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ৩২,০০,৭৭৬ টির কাস্টিং সম্পন্ন । • মোট ২,১২,৭৫,০০০ জিও ব্যাগের মধ্যে ৩৭,৬৮,৯৯০ টির ডাম্পিং সম্পন্ন। • মাওয়া প্রান্তে ১.৮কিঃমিঃ নদীশাসন কাজের মধ্যে -৫০০ মিঃ থেকে +৯০০মিঃ পর্যন্ত ১.৪কিঃমিঃ lunching apron এ ৫ লেয়ার এর ৮০০kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন। • Embankment zone এ ৮টি pond এর ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • জাজিরা প্রান্তে ট্রায়াল সেকশনের ০-৯৮০ মিঃ থেকে ০-৪৩০ মিঃ পর্যন্ত ৫৫০মিঃ এ ৩ লেয়ার এর ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন। • Chainage ০+১০০মিঃ থেকে ১+১০০মিঃ পর্যন্ত স্থানে bulk dredging & final trimming ইতোমধ্যে সম্পন্ন। • ভৌত অগ্রগতি ৪১.৩৮%
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩১৮.৯৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৭৩.৩২ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯১.৯৫ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৫.	সার্ভিস এরিয়া - ২ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৮.৮৬ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৬.	নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-1)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩৩৪.৮৮ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭১.০১ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৭.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৩৮৩.১৫ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৩২২.২১ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ৭২%
৮.	Engineering Support and Safety Team (ESST)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ৭২.১৩ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৫৬.৩৪ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ৬৫%

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯.	ভূমি অধিগ্রহণ		• সর্বমোট ভূমির পরিমাণ ২৮৬৬.২৬ হেক্টর, এর মধ্যে অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ২০২৬.৫৫ হেক্টর।
১০.	পুনর্বাসন কার্যক্রম	জুন ২০০৯	• জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩১.৮৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। • জুন ২০১৮ পর্যন্ত 'প্রকল্প পর্যায় বরাদ্দ কমিটি' কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ২৫৪০ টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৬৭ টি ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্থ) পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৪৫ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
১১.	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	• পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১,৫৭,৭৫৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। • পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । • জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৬৪২ টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৭.১.২। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

চিত্রের মাধ্যমে পদ্মা সেতুর চলমান কার্যক্রম

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর চলমান স্প্যান স্থাপন কার্যক্রম

Anchor Pile Driving for TD4B

Static load test of TD4A stage-1

চিত্রের মাধ্যমে পদ্মা সেতুর চলমান কার্যক্রম

Pile Cap, Pier Shaft & Pier Cap

5th span erection

Transition Pier

Overall activities of Pier and Pile Cap at Mawa site

Truss Assembling

CC Block Production
River Training Works Activities

Service Area-1

Janjira Approach Road
Tree plantation at Approach Road

Service Area-2

School at Resettlement Area

Toll Plaza

Mosque at Resettlement Area

৭.২। সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে "সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৮৬৯ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি ২০.৬.২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটিজ স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১ম - ৩য় ট্রাঞ্চ পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৭.৩। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ):

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে সেতু বিভাগ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণে বিস্তারিত নকশা এবং ক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এলিভেটেড অংশের ৩.৫ কিলোমিটার হবে ৬ লেনের এবং ১ কিলোমিটার হবে ৪ লেনের। তাছাড়া এতে থাকবে ৬টি এলিভেটেড স্টেশন এবং ১০ লেনের টঙ্গী সেতু।

প্রস্তাবিত বাস রেপিড ট্রানজিট

৭.৩.২। বিআরটি এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। দেশী ও বিদেশী Key personnel মোবিলাইজ করা হয়েছে। Limit of work নির্দিষ্ট করার জন্য Survey কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের Test pile করার জন্য Sub-soil investigation কাজ শুরু হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৯০টির মধ্যে ১৮০টি Sub-soil investigation এবং ২টি Test pile এর casting সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয় দিক থেকে প্রায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অবদান রাখবে।

৭.৪। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ সালের জুন মাসে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ টানেল জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) এর সাথে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৮৪৪৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৭.৪.২। টানেল নির্মাণে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ২১১.৭২৮১ একর জমি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ক্যাম্প, আবাসন ও Batching Plant সহ অন্যান্য ফ্যাসিলিটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও মালামাল আমদানি এবং ওয়ার্কিং শাফট এর পাইলিং এর কাজ চলমান রয়েছে। চীনের জিয়াংসু প্রদেশের জেংজিয়ান শহরে টানেল সেগমেন্ট কাস্টিং প্লান্টে সেগমেন্ট নির্মাণের কাজ চলমান আছে এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৮১৫ টি সেগমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে এবং launching এর কাজ চলমান আছে। আগামী ৪ বছরের মধ্যে কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭.৪.৩। কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে পূর্ব প্রান্তে প্রস্তাবিত ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পূর্ব প্রান্তে বিদ্যমান কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও প্রস্তাবিত চীনা বিশেষায়িত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং প্রস্তাবিত সরকারি শিল্প এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত এলএনজি টার্মিনালের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। কক্সবাজারের সাথে চট্টগ্রাম শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার কমবে। প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং শ্রম ও সম্পদের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপি ০.১৬৬% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

চিত্রের মাধ্যমে কর্ণফুলী টানেলের কার্যক্রমসমূহঃ

TBM main drive being hoisted into the LB

TBM main drive being assembled in the LB

West bank C&C section left route wall repair

TBM segments arrived at the site

TBM steel sleeve pedestal being hoisted into the LB

C&C section construction site

Senior Secretary of Bridges Division visited the Segment Factory In China

Senior Secretary of Bridges Division visited the project site

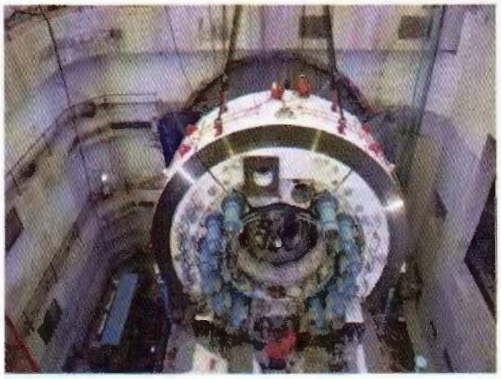

TBM Machine

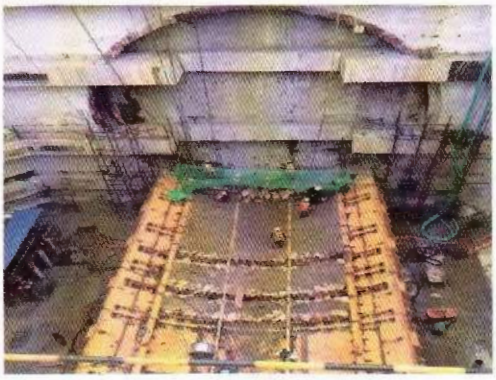

TBM sleeve pedestal installation

৭.৫। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণঃ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ১৬৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪/১০/২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে গত ২৯/১১/২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (LAP) & পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৭.৫.২। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে (N1, N2, N3, N4, N5 and N8) যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৭.৬। ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণঃ

জনাকীর্ণ ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট নিরসনে গণপরিবহন সুবিধাসম্পন্ন সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাবওয়ে নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ৪টি রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে আপাততঃ রুট-১ অর্থাৎ "টঙ্গী-বিমানবন্দর-কাকলী-মহাখালী-মগবাজার-পল্টন-শাপলাচত্বর-সায়েদাবাদ-নারায়ণগঞ্জের সাইন বোর্ড পর্যন্ত" প্রায় ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং রুট-২ অর্থাৎ "আমিনবাজার-গাবতলী-আসাদগেট-নিউমার্কেট-টিএসসি-ইত্তেফাক-সায়েদাবাদ পর্যন্ত" প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দুটি অংশে সাবওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

রুট-১, টঙ্গী-বিমান-বন্দর-কাকলী-মহাখালী-মগবাজার-পল্টন-শাপলাচত্বর-সায়েদাবাদ-নারায়ণগঞ্জের সাইন বোর্ড পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ৩২ কিলোমিটার)

রুট-২, আমিন বাজার-গাবতলী-আসাদগেট-নিউমার্কেট-টিএসসি ইত্তেফাক-সায়েদাবাদ পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার)

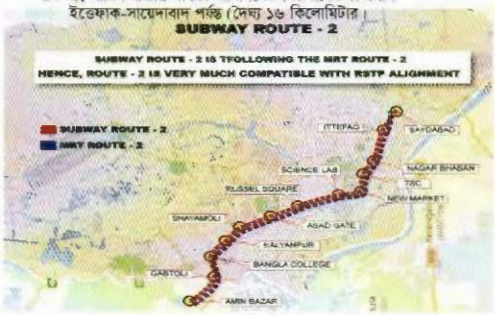

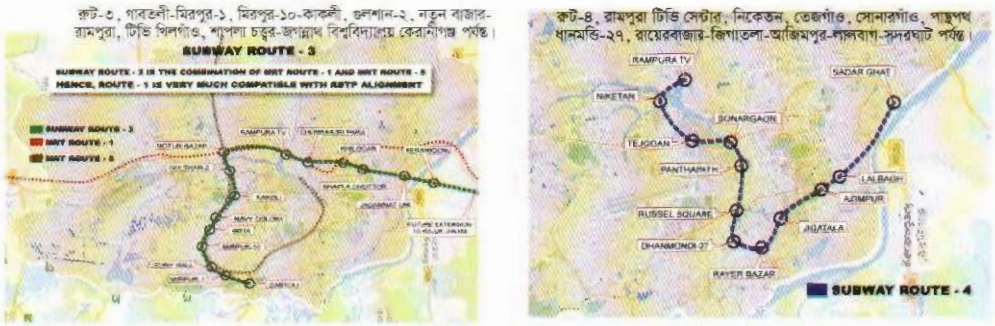

প্রস্তাবিত ঢাকা সাবওয়ের রুট এলাইনমেন্ট

৮.৩.২। সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ২২৪.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে রুট চূড়ান্ত করা হবে।

৮। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

৮.১। ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েঃ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ছাড়াও ২২.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ র‍্যাম্প, ২.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪টি ইন্টারচেঞ্জ এবং ১৬টি টোল প্লাজা নির্মাণ করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। এটি জি টু জি ভিত্তিতে নির্মাণে মালয়েশিয়া সরকার প্রস্তাব দিয়েছে।

প্রস্তাবিত ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এলাইনমেন্ট

৮.১.২। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জাতীয় মহাসড়ক N5 (ঢাকা-আরিচা), N8 (ঢাকা-মাওয়া) এবং N1 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের যানবাহনসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ২০ টি জেলায় সরাসরি চলাচল করতে পারেবে। এর ফলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। প্রস্তাবিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি Strategic Transport Plan এ বর্ণিত Middle/Outer Ring Road এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৮.২। অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ:

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর", "লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর", "কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৮.২.২। তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঙ্গারামপুর-নবীনগর-সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, বরিশাল ও ভোলার মধ্যবর্তী তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

৯। পিপিপি প্রকল্প

৯.১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট:

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান "Italian-Thai Development Public Company Limited" এর সাথে ১৫/১২/২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১২৫৬টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ২১৮টি Pile cap, ১৫টি Cross beam, ১০৫টি কলাম এবং ১৫০টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর চলমান কাজ পরিদর্শন

৯.১.২। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক সংযুক্ত হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন: বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১০। সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ

১০.১। বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়:
বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের প্রথম দায়িত্ব পালন করে দক্ষিণ আফ্রিকার JOMAC Ltd ২৩ জুন ১৯৯৮ হতে ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত। ১ এপ্রিল ২০০৪ হতে ৩১ মে ২০০৯ পর্যন্ত Marga Net One Ltd দ্বিতীয় Operation and Maintenance (O&M) Operator হিসেবে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। জুন ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাময়িকভাবে এ সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করে।

১০.১.২। "Metallurgical Construction Company Ltd.-SEL-UDC JV" এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর China Communications Construction Company Ltd. জুলাই ২০১৬ হতে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে "Guangxi Scientific Institute of Communications (GSIC)" এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে Computer Network System Ltd. এর মাধ্যমে সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.২। অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ:

ক্র.	কাজের নাম	জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাথর ক্রয়	বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক মোট ২৩০০০ ঘনমিটার পাথরের মধ্যে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৮৫০০ ঘন মিটার পাথর সরবরাহ করা হয়েছে।
২	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেতু নির্মাণ	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, বরিশাল ও ভোলার মধ্যবর্তী তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
৩	মুক্তারপুর সেতুতে Bearing plate স্থাপন	মুক্তারপুর সেতুতে Bearing plate স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৪	ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা
৫	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের 'মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প'	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের 'মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প'র আওতায় সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.৪। সেতুর টোল হার:

বঙ্গবন্ধু সেতু

ক্রমিক নং	যানবাহনের বিবরণ	টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৫০০.০০
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৬৫০.০০
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৯০০.০০
৫।	ছোট ট্রাক (৫ টনের কম)	৮৫০.০০
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫ হতে ৮ টন)	১১০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী)	১৪০০.০০

মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

ক্রমিক নং	যানবাহনের বিবরণ	টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল (যাত্রীসহ/খালী)	১০.০০
২।	অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী সহ/খালী	২০.০০
৩।	কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু/ পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০
৪।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	১০০.০০
৫।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন)	২০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	১৫০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী/ট্রেইলার /নির্মাণ যন্ত্রপাতি)	৫০০.০০

১০.৫। বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল আদায়:

অর্থ বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৬১.২৭
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৬.৯৪
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮২.৮৪
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯৩.৫৮
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৮.৭২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১৩১.০৮
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫২.০০
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৭.৯৭
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭৩.৭৬
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	২০১.৯৬
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১৪.৪২
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪২.৯৯
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৯.১০
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৬.২৩
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৭.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৫.৩৮
২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৫১.১৪
২০১৫-২০১৬	৪৮০৭৯১৫	৪০৪.৮৮
২০১৬-২০১৭	৫৩৮৩১১৯	৪৮৬.৫২
২০১৭-২০১৮	৫৫৩২৫৩৬	৫৪৩.৮০

১১। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ/ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	৩৭১টি	২৪৯২.৯৫	০১টি	০৪টি	৩.৩১
সর্বমোট =	৩৭১টি	২৪৯২.৯৫	০১টি	০৪টি	৩.৩১

১২। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণঃ

সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর জনবলের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৭	২৯

১৩। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে সেতু বিভাগ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে এ বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুতে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ Automatic vehicle classification বা AVC পদ্ধতি চালু আছে। তাছাড়া টোল আদায় কার্যক্রমে অন লাইন মনিটরিং ব্যবস্থা এবং সেতু দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের ওজন নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় ওজন স্টেশন চালু আছে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু আছে। অন্যদিকে তথ্যাদি সংগ্রহেও ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেতু বিভাগ ইতোমধ্যে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে Online Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এর ফলে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

১৪। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সেতু বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৫৬.৫০%;
- পদ্মা সেতু প্রকল্পের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজের মধ্যে জাজিরা সংযোগ সড়ক, মাওয়া সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১২৫৬টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ২১৮টি Pile cap, ১৫টি Cross beam, ১০৫টি কলাম এবং ১৫০টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;
- কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ২০%কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ১৬৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২৪/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export

Corporation (CMC) এর সাথে ২৯/১১/২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;

- ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের LAP & RAP প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ২২৪.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মধ্যে Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- সেতু বিভাগের আওতাধীন ২টি সেতু হতে টোল বাবদ ৫৫৮.৫৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১.৩৭% বেশী;
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু বিভাগ অধীনস্থ সংস্থার ৩.৩১ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে;

১৫। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদনের সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	
					অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	খসড়া	ওয়েটেড স্কোর
সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন (মোট পরিবার ২৭৪৪)	পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দকৃত পরিবার (ক্রমপুঞ্জিভূত)	সংখ্যা	৬.০০	২৫৩০	২৫১০	২৪৯০	২৪৭০	২৪৫০	২৫৩০	১০০.০০	৬
	মূল সেতু নির্মাণ	সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	৬.০০	৭০	৬৭.৫	৬৫	৬২.৫	৬০	৬৫	৮০.০০	৪.৮
	নদীশাসন কাজ	সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	৬.০০	৫৭.৫০	৫৩.১২৫	৪৮.৭৫	৪৪.৩৭৫	৪০	৪১.৩৮	৬৩.১৫	৩.৭৯
	পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বনায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	সম্পাদিত বনায়ন কাজ	সংখ্যা	৬.০০	১,৪২,০০০	১,৩২,০০০	১,২২,০০০	১,১২,০০০	১,০২,০০০	১,৫৭,৭৫৭	১০০.০০	৬
	বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কার্যক্রম	বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের পাথর ক্রয়	%	৬.০০	৬০	৫৮	৫৫	৫২	৫০	৫০	৬০.০০	৩.৬
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার সার্ভিস রোড মেরামত	%	৫.০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০.০০	৫
		বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় পাশে স্টেক ইয়ার্ড উন্নয়ন	%	৪.০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০.০০	৪
		বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় পাশে পৃথক ওজন স্টেশন নির্মাণ	%	৩.০০	৭০	৬০	৫০	৪০	৩০	৪০	৭০.০০	২.১
	মুক্তারপুর সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও সেতুর সংযোগ সড়কে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্থ সেতু মেরামত/পুনর্নির্মাণ কাজ	মুক্তারপুর সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও সেতুর সংযোগ সড়কে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্থ সেতু মেরামত পুনর্নির্মাণ কাজ	%	৩.০০	১০০	৯৭.৫	৯৫	৯২.৫	৯০	১০০	১০০.০০	৩
		সেতুতে প্লট বিয়ারিং স্থাপন	%	২.০০	১০০	৯৭.৫	৯৫	৯২.৫	৯০	১০০	১০০.০০	২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদনের সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	
					অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	অর্জন	খসড়া	ওয়েটেড স্কোর
বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা;	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রম	পুর্নবাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	৫.০০	২০	১৮	১৫	১২	১০	২০	১০০.০০	৫
		অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	৪.০০	৪০	৩৮	৩৬	৩৪	৩০	৪০	১০০.০০	৪
		অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	%	২.০০	৩১.০১.২০১৮	০৭.০২.২০১৮	১৪.০২.২০১৮	২১.০২.২০১৮	২৮.০২.২০১৮	৩১.০১.২০১৮	১০০.০০	২
	২য় ও ৩য় ট্রাঞ্চের ইউটিলিটি স্থানান্তর ও ভবন অপসারণ	ভবন ও অবকাঠামো অপসারণ	%	৪.০০	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯০	৯৫	১০০.০০	৪
		২য় ও ৩য় ট্রাঞ্চের ইউটিলিটি স্থানান্তর	%	৪.০০	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯০	৯৫	১০০.০০	৪
পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	৩.০০	২৮-০২-২০১৮	৩১-০৩-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮	১৯-১০-২০১৭	১০০.০০	৩
		সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	২.০০	১০	৯	৮	৭	৬	১০	১০০.০০	২
	কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	অধিগ্রহণকৃত ভূমি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	একর	২.০০	২৩৮.৩	২২৮.৩	২১৮.৩	২০৮.৩	১৯৮.৩	২৩৮.৩	১০০.০০	২
		সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	%	২.০০	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২০	১০০.০০	২
	ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	ডিপিপি অনুমোদন	তারিখ	৫.০০	৩০.০৪ ২০১৮	১৫.০৫ ২০১৮	৩০.০৫ ২০১৮	১৫.০৬ ২০১৮	৩০.০৬ ২০১৮	২৪.১০ ২০১৭	১০০.০০	৫
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত		০.৫০	২৩.০৪ ২০১৭	২৪.০৪ ২০১৭	২৫.০৪ ২০১৭	২৬.০৪ ২০১৭	২৭.০৪ ২০১৭	২৩.০৪ ২০১৭	১০০.০০	০.৫
	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	০৮.০৮.২০১৭	১০.০৮.২০১৭	১৩.০৮.২০১৭	১৬.০৮.২০১৭	১৭.০৮.২০১৭	০৮.০৮.২০১৭	১০০.০০	১
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত		০.৫০	৪	৩	-	-	-	৪	১০০.০০	০.৫
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায় প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৩০.০১.২০১৮	৩১.০১.২০১৮	০১.০২.২০১৮	০৫.০২.২০১৮	০৬.০২.২০১৮	৩০.০১.২০১৮	১০০.০০	১
	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৭-১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত		১.০০	১৫.০৬.২০১৮	১৮.০৬.২০১৮	১৯.০৬.২০১৮	২০.০৬.২০১৮	২১.০৬.২০১৮	১৫.০৬.২০১৮	১০০.০০	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদনের সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া	ওয়েটেড স্কোর
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৫০	১০০.০০	১
	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	০.৫০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০.০০	০.৫
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা	ন্যূনতম দুটি করে অনলাইন সেবা চালুকৃত		১.০০	৩০.১১. ২০১৭	০৭.১২. ২০১৭	১৪.১২. ২০১৭	২১.১২. ২০১৭	২৮.১২. ২০১৭	০৯.১১. ২০১৭	১০০.০০	১
	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP সমূহের ডাটাবেস প্রস্তুতকৃত		১.০০	৩১.০৮. ২০১৭	১৮.০৯. ২০১৭	২৮.০৯. ২০১৭	১২.১০. ২০১৭	৩১.১০. ২০১৭	৩১.০৮. ২০১৭	১০০.০০	১
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১.০০	৪০	৩০	২৫	২০	১০	৪০	১০০.০০	১
	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত		১.০০	১৪.০৯. ২০১৭	২৮.০৯. ২০১৭	১২.১০. ২০১৭	৩১.১০. ২০১৭	১৪.১২. ২০১৭	০১.০৯. ২০১৭	১০০.০০	১
	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি		১.০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০.০০	১
		শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত		০.৫০	১১.০১. ২০১৮	১৮.০১. ২০১৮	২২.০১. ২০১৮	২৫.০১. ২০১৮	৩১.০১. ২০১৮	৩১.১২. ২০১৮	১০০.০০	০.৫
	সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত		১.০০	৩১.১২. ২০১৭	১৫.০১. ২০১৮	২২.০১. ২০১৮	০৮.০২. ২০১৮	২২.০২. ২০১৮	৩১.১২. ২০১৭	১০০.০০	১
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরিত		০.৫০	১২	১১				১২	১০০.০০	০.৫
		নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ		১.০০	৯০	৮০	৭৫	৭০	৬০	৯০	১০০.০০	০.৫
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		১.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১০০	১০০.০০	১
	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা		০.৫০	০১.০২. ২০১৮	১৫.০২. ২০১৮	২৮.০২. ২০১৮	২৮.০৩. ২০১৮	১৫.০৪. ২০১৮	০১.০২. ২০১৮	১০০.০০	০.৫
		অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা		০.৫০	০১.০২. ২০১৮	১৫.০২. ২০১৮	২৮.০২. ২০১৮	২৮.০৩. ২০১৮	১৫.০৪. ২০১৮	০১.০২. ২০১৮	১০০.০০	০.৫
	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত		১.০০	১৫.১০. ২০১৭	২৯.১০. ২০১৭	১৫.১১. ২০১৭	৩০.১১. ২০১৭	১৪.১২. ২০১৭	১৫.১০. ২০১৭	১০০.০০	১
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়		১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০.০০	১
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা	শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত		০.৫০	১৩.০৭. ২০১৭	৩১.০৭. ২০১৭				২১.০৬. ২০১৭	১০০.০০	০.৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদনের সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্ন	অর্জন	খসড়া	ওয়েটেড স্কোর
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা	ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত		০.৫০	৪	৩				৪	১০০.০০	০.৫
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ		০.৫০	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০.০০	০.৫
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ		০.৫০	১০০	৯০	৮৫	৮	৭৫	১০০	১০০.০০	০.৫
	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রনয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত		১.০০	১৫.১০.২০১৭	২৯.১০.২০১৭	১৫.১১.২০১৭	৩০.১১.২০১৭	১৪.১২.২০১৭	১৩.১০.২০১৭	১০০.০০	১
										মোট সংযুক্ত স্কোর =		৯৩.৩

১৬। সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

বিআরটি (এলিভেটেড)

ঢাকা -আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

কর্ণফুলী বহুলেন সড়ক টানেল

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা - ১২১২
ফোন : ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স : ৫৫০৪০৪৪৪
www.bridgesdivision.gov.bd; www.bba.gov.bd